দর্শনায় সিএসএস এর উদ্যোগে দিনব্যাপী ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন

দর্শনায় বেসরকারি এনজিও প্রতিষ্ঠান সিএসএস এর উদ্যোগে দিনব্যাপী ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্পের শুভ উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রোকসানা মিতা।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিকে সিএসএস মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম, যশোর জোন এর আয়জনে দামুড়হুদার দর্শনা ঘুঘুডাঙ্গা সিএসএস এর শাখা কার্যালয়ে এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করা হয়।

দর্শনা পৌরসভার প্যানেল মেয়র মোঃ রেজাউল ইসলাম এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা। সিএসএস এর আরএম তাপস ঘোষ এর সঞ্চালনায় এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা কার্যালয়ের এআরএম রুবেল হোসেন, জাতীয় সাংবাদিক ঐক্য ফোরাম দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সভাপতি আরিফুল ইসলাম মিলন।

প্রথমেই নির্বাহী অফিসার কে ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করে নেয় উক্ত সংস্থার লোন অফিসার টুটু মন্ডল। সিএসএস এর স্থপতি রেভারেন্ড পল মুন্সী’র স্মরণে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার মোছাঃ রোকসানা খাতুন (এমবিবিএস বিসিএস স্বাস্থ্য)।

মেহেরপুরে আদি বম্বে ব্রেড

এন্ড সুইটস’র ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে আদি বম্বে বেড এন্ড সুইটস কারখানায় অভিযান চালিয়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বুধবার দুপুরে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় স্যানিটারি পরিদর্শক তারিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, অভিযানে জানতে পারি আদি বম্বে ব্রেড এন্ড সুইটসের কারখানায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি, মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকারক রং ও অবৈধভাবে বিএসটিআই এর লোগো এবং ভূয়া লাইসেন্স ব্যবহার করে উৎপাদন করে। এ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪২ ও ৪৩ ধারায় আদি বম্বে ব্রেড এন্ড সুইটসের মালিক রাসেলকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়।

ঝিনাইদহ ডায়াবেটিক হাসপাতালে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবিরতি

ঝিনাইদহ ডায়াবেটিক হাসপাতালে বকেয়া বেতন ভাতা পরিশোধসহ ৫ দফা দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেছে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

মঙ্গলবার (২৪ জানুয়ারি) সকাল ৯ টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত হাসপাতাল চত্বরে এ কর্মবিরতি পালন করা হয়। এসময় হাসাপাতালের ডাক্তার, নার্স, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিভিন্ন দাবি সম্বলিত পোস্টার, ব্যনার, লিফলেট নিয়ে ২ ঘন্টাব্যাপী অবস্থান করে। এতে করে ভোগান্তিতে পড়তে হয় দুরদুরান্ত থেকে আসা রোগী ও তাদের

স্বজনদের।

সেসময় চীফ মেডিকেল অফিসার ডাঃ বাহারুল ইসলাম, ডেপুটি চীফ মেডিকেল অফিসার মাসুদ আহমেদ সোহেল, প্রশাসনিক কর্মকর্তা শামিম ইসলাম ও ল্যাব সহকারী আসমত আলীসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, হাসপাতাল পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মীর নাসির হোসেন ও কোষাধ্যক্ষ নারায়ন চন্দ্র বিশ্বাস কয়েকজন বিভিন্ন অযুহাতে তাদের বেতন ভাতা আটকে রেখেছে। এতে করে নানা সমস্যার সম্মূখীন হতে হচ্ছে তাদের । তাই দ্রুত এ সমস্যা সমাধান না হলে আগামীতে কঠোর আন্দোলনের হুশিয়ারী দেন তারা।

সালাম ক্লিনিকের অপারেশন টেবিলে প্রসূতির মৃত্যু

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সামনে দারুস সালাম ক্লিনিকে অপারেশন টেবিলে সুমাইয়া নামের এক প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। গত রবিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সুমাইয়া ঢোলমারী গ্রামের মিলন হোসেনের স্ত্রী। তার ৫ বছরের আরও একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। দুটি শিশুকে অনাথ অবস্থায় রেখে গেলো সুমাইয়া।

নিহত সুমাইয়ার স্বজনরা জানান, রবিবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর উপজেলার ঢোলমারি গ্রামের মিলন হোসেন স্ত্রী সুমাইয়া খাতুনকে দারুস সালাম ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। রাত ১০টার দিকে ক্লিনিকের মালিক ডা. আব্দুস সালাম নিজেই অপারেশন শুরু করেন। তাকে এনেসথেসিয়া হিসেবে সহযোগীতা করেন ডা. শাহেদ আলী। অপারেশন টেবিলেই সুমাইয়ার মৃত্যু হয়েছে এবং তার সদ্য প্রসূত কণ্যা সন্তান জীবিত আছে এবং সুস্থ আছে বলে জানান ডা. সালাম।

এ ব্যাপারে ডা. আব্দুস সালাম জানান, রাত ১০টার দিকে রোগীকে নিয়ে অপারেশন টেবিলে নেওয়ার সময় সে ভয় পায়। তাকে মানসিক ভাবে ভয়

ভাঙানোর পর অপারেশন শুরু করা হয়। একসময় তার পেশার, হৃদ স্পন্দন সব নিল হয়ে যায় এবং সাড়ে ১০টা নাগাদ আর তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি বলে স্বীকার করেন।

তবে এনেসথেসিস্ট ডা. শাহেদ আলীর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ না করায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।

এদিকে, এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যবিভাগে অভিযোগের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা যায়।

এ ব্যাপারে সিভিল সার্জন ডা, জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী বলেন, অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাছাড়া তদন্ত করা হবে কিভাবে প্রসূতির মৃত্যু হলো।

মুজিবনগরে জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহের উদ্বোধন

“কৃমিনাশক ঔষধ সেবন করি কৃমি মুক্ত বাংলাদেশ গড়ি” “আপনাদের স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার” এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ পালন উপলক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকালে মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, ঢাকা মহাখালী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ফাইলেরিয়াসিস, কৃমি নিয়ন্ত্রণ ও খুদে ডাক্তার কার্যক্রম রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার বাস্তবায়নে এবং মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আয়োজনে, জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ ২২ জানুয়ারী থেকে ২৮ জানুয়ারী ২০২৩ পালনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাইয়ে দিয়ে কৃমিনাশক সপ্তাহের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, মুজিবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আলিফ হোসেন, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইন্সপেক্টর আব্দুল হাই।

২২শে জানুয়ারী রবিবার থেকে ২৮শে জানুয়ারী শনিবার এই ৭ দিন উপজেলার ৫ বছর থেকে ১৬ বছর বয়সী সকল শিশুকে একটি করে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হবে।

দামুড়হুদায় ডায়াবেটিক সমিতির ত্রি বার্ষিক সম্নেলন

দামুড়হুদা ডায়াবেটিক সমিতির ত্রি বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন ২০২৩-২০২৫ অনুষ্টিত হয়েছে।

এ ডায়াবেটিক সমতির সভাপতি হয়েছেন মাহাফুজুর রহমান মনজু সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ফজলুর রহমান।

শনিবার বেলা ১২ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার অডিটোরিয়াম হল রুমে ডায়াবেটিক সমতির ত্রি বার্ষিক ও সাধারন সভা নির্বাচন অনুষ্টিত হয়।

এ সভায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহাফুজুর রহমান মনজুর সভাপতিত্বে,আলোচনা করেনএ্যাড ভোকেট আবু তালেব,দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ এখলাছ উদ্দীন সুজন, সোহেল আকরাম, কামাল উদ্দিন।

দামুড়হুদা ডায়াবেটিক সমিতির ১২ সদস্যর এ কমিটি গঠন করে।তারা হলেন সহ সভাপতি হাজী শহীদুল ইসলাম,যুগ্ন সাধারন সম্পাদক এখলাছ উদ্দিন সুজন,রফিকুল ইসলাম তনু,কোষাধাক্য সোহেল আকরাম,যুগ্ন,কোষাধাক্য আঃ কাদির,সদস্য জহিরুল ইসলাম, আবুল কাশেম,আজাদ হোসেন, আজিবর রহমান প্রমুখ।

মেহেরপুরে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব

মেহেরপুরে কয়েকদিনের বৈরী আবহাওয়ার কারণে আশংকাজনকহারে ছড়িয়ে পড়েছে ডায়রিয়া ও স্বাসকষ্ট জনিত রোগ। শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া এ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে শিশু ও বয়োবৃদ্ধরা। সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে শিশুরা। আবু জায়েদ নামের এক শিশু ডায়রিয়া ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ডায়রিয়া রোগিদের জন্য খাবার স্যালাইন সংকট না থাকলেও রয়েছে কলেরা স্যালাইন সংকট।

গত এক মাস ধরে ওষুধ সংকট থাকলেও চাহিদা অনুযায়ি হাসপাতালে ওষুধ সরবরাহ করা হয়নি। ফলে বাইরে থেকে রোগিদেরকে ওষুধ কিনতে হচ্ছে। প্রচণ্ড শীত ও কুয়াশার কারণে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগির সংখ্যা বেড়েছে বলে হাসপাতাল সুত্র জানিয়েছে। তবে মারা যাওয়া শিশুর পরিবার ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে বলে জানালেও বিষয়টি অস্বিকার করেছেন জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্যানুযায়ি, মেহেরপুর জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় ৮৮ জন শিশু বৃদ্ধ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন। একই সময়ে বহিঃবিভাগ থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন আরো ২০০ জন। এর মধ্যে মেহেরপুর সদরে ৫৩জন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২৯ জন ও মুজিবনগরে ৬জন ভর্তি রয়েছেন। এদের বেশির ভাগই শিশু। ভর্তিকৃত শিশুদের অধিকাংশরই বয়স পাঁচ বছরের নিচে। গত কয়েকদিন ধরে বৈরী আবহাওয়ার কারণে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

জানাগেছে, গত শনিবার সন্ধায় অবু জায়েদ (২বছর) বয়সের এক শিশু জেনারেল হাসপাতালের ডায়রিয়া ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। আবু জায়েদ গাংনীর ভাটপাড়া গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে।

মৃত আবু জায়েদের মা তামান্ন খাতুন জানান, এক সপ্তাহ আগে তার ছেলের বমি ও পাতলা পায়খানা নিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন। তিনদিন চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ্য হয়ে উঠলে আবু জায়েদকে ছাড়পত্র দিয়ে বাড়ি নিয়ে আসেন। দুএকদিন যাবার পরে

শুক্রবার রাত থেকে আবারও পাতলা পায়খানা, বমি ও জ্বর শুরু হয়। শনিবার সকালে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। দেয়া হয় ডায়রিয়ার চিকিৎসা। অবস্থা ক্রমশ অবনতি হলে সন্ধায় তাকে রেফার্ড করা হলে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক আবু জায়েদকে ডায়রিয়া ওয়ার্ডে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা দেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত সাড়ে নয়টার দিকে তার মৃত্যু হয়। শিশু মৃত্যুর বিষয়ে সিভিল সার্জন বলেন, ডায়রিয়া নিয়ে ভর্তি হলেও শিশুটি অন্যান্য সমস্যা যেমন জ্বর ও খিচুনি ছিল যার কারনে তার কনভারসেশন হয়ে মারা যেতে পারে।

গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, হাসপাতালের ওয়ার্ডে জায়গা নেই। রোগিদের ঠাঁই হয়েছে মেঝেতে। এদেরকে চিকিৎসা দিচ্ছেন চিকিৎসক ও নার্স । শিশু রোগিদের আর্তচিৎকারে হাসপাতালের পরিবেশ ভারি হয়ে উঠেছে। রোগির স্বজনরা জানালেন, হাসপাতাল থেকে খাবার স্যালাইন দেয়া হলেও বাইরে থেকে কলেরা স্যালাইন কিনতে হচ্ছে। গত দুই মাস যাবত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্সে কলেরা স্যালাইনের সংকট রয়েছে। বারবার চাহিদা দিলেও আজো কলেরা স্যালাইন সরবরাহ করছেন না ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এমনটি জানান স্টোর কীপার দবির উদ্দীন। তিনি আরো জানান, দুর্যোগ মোকাবেলায় ৩০০টি কলেরা স্যালাইন মজুদ ছিল জরুরী সেবার জন্য। সেগুলো ওয়ার্ডে দেয়ার পর আর কোন স্যালাইন অবশিষ্ট নেই। অল্প কিছু আছে তা অঞ্চল ভিক্তিক মহামারী মোকাবেলার জন্য রাখা হয়েছে।

গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি শিশু আড়পাড়া গ্রামের জান্নাতুল মাওয়ার বাবা সাবাদুল জানান, গত শনিবার ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হবার পর থেকে খাবার স্যালাইন দেয়া হয়। কিন্তু বাইরে থেকে কলেরা স্যালাইন কিনতে হচ্ছে। এখানে ডাক্তাররা রোগিদের প্রতি যত্নবান না। তবে নার্সদের কাছ থেকে কাঙ্খীত সেবাটি পাওয়া যাচ্ছে না। একই কথা জানালেন ইসলামপুরের শামীমার বাবা শাহিন আলম। চৌগাছা গ্রামের দুই বছর বয়সি মাসুমা ভর্তি রয়েছেন দুদিন।

তার বাবা আমানুর জানান, ভর্তির পর খাবার স্যালাইন হাতে ধরিয়ে দিয়ে হাসপাতালের লোকজনের দায়িত্ব শেষ। রোগির অবস্থা খারাপ হলে বাইরে থেকে কলেরা স্যালাইন কিনতে হাতে স্লীপ ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে। নার্সরা রোগির খোঁজ খবর নিলেও ডাক্তারদের দেখা মিলছে না। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাদের দায়িত্ব অবহেলার বিষয়টি অস্বীকার করেন।

কর্তব্যরত সেবীকারা জানান, রোগীদের সেবা দিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন তারা। খাবার স্যালাইন দেয়া হচ্ছে। কলেরা স্যালাইন সরবরাহ না থাকায় রোগীদের স্বজনকে বাইরে থেকে কিনতে বলা হচ্ছে। বয়ষ্করা খাবার স্যালাইন খেতে পারছে তাই তাদের বাইরে থেকে কলেরা স্যালাইন কেনা লাগছে না। কিন্তু শিশুরা খাবার স্যালাইন খেতে অনীহা করে । বাধ্য হয়েই কলেরা স্যালাইন কিনতে বলা হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সুপ্রভা রানী জানান, রোগীদের চাপ বেড়েছে। বিশেষ করে ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুদের সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন ডাক্তার ও নার্সরা। স্যালাইন সংকটের কথা স্বীকার করে তিনি জানান, কয়েকমাস যাবত কলেরা স্যালাইন সংকট রয়েছে। চাহিদা দেয়ার পরও কোন জবাব মেলেনি। তবে ডাক্তারদের অবহেলার বিষয়টি তিনি অস্বীকার করে জানান, চিকিৎসক সংকটের কারণে অনেক সময় সেবা দেয়ায় বিঘ্ন ঘটে।

মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার তৌফিকুর রহমান জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওষুধ সরবরাহ রয়েছে। সেবা দানে কোন সমস্যা হচ্ছে না।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী জানান, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও কুয়াশার কারণে ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে। পর্যাপ্ত খাবার ও কলেরা স্যালাইন রয়েছে। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কেন কলেরা স্যালাইন নেই তা দেখা হচ্ছে। রোগীদের স্বাস্থ্য সেবায় ডাক্তারদের কোন অবহেলা নেই। তবে কোথাও কোথাও ডাক্তার সংকটের কারণে সেবা দেয়াটা একটু কষ্টকর হয়ে দাড়িয়েছে বলেও জানান তিনি।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের দুইটি লিফট একসাথে নষ্ট চরম ভোগান্তিতে রোগীসহ স্বজনরা

সেলিনা বেগমের শ্বশুর অসুস্থ। হাসপাতালের ৬ষ্ঠ তলায় তার অবস্থান। প্রতিনিয়ত নিচে ওঠানামা করতে হয়। কিন্তু রোববার থেকে হাসপাতালের

বহুতল ভবনরে দুইটি লিফট এক সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে। এ নিয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন তিনি। শুধু সেলিনা বেগন নয়, তার মতো শতাধীক রোগী ও রোগীর স্বজনরা বিপাকে পড়েছেন। সেই সাথে চিকিৎসক ও নার্সসহ হাসপাতালের স্টাফরাও।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, রোববার দুপুর ১২টার পর থেকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের লিফট বন্ধ হয়ে যায়। লিফট বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগী ও তার স্বজনদের মধ্যে দুশ্চিন্তা ভর করে। আতংক ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। এদিকে হৃদরোগ ও দুর্ঘটনায় আহত রোগীদের পরীক্ষা নিরীক্ষাসহ জরুরী প্রয়োজনে ওঠানামা বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক হার্টের রোগী প্রয়োজনে তিনতলার উপরে উঠতে পারছেন না। আবার চিকিৎসকরাও ৬ তলা ও ৮ তলায় যেতে পারছেন না।

আসাদুজ্জামান নামে এক রোগীর স্বজন বলেন, ঝিনাইদহ আড়াই’শ বেড জেনারেল হাসপালের লিফট মানেই ছিল আতংক। আগে যখন তখন লিফট বন্ধ হয়ে রোগী ও তার স্বজনরা বিপদের সম্মুখিন হলেও কোন প্রতিকার ছিল না। কারণ এ দুটি লিফট চালান হাসপাতালেরই তিনজন সিকিউরিটি গার্ড। এ বিষয়ে তারা দক্ষ না হলেও তাদের হাতেই সোপর্দ করা হয়েছে আটতলা ভাবনের দুইটি লিফট। ফলে প্রতিনিয়ত লিফট আটকে রোগীদের বিড়ম্বনায় ফেলে দিত। এবার নষ্ট হয়ে ভোগান্তির চরম শিখরে পড়লো রোগীর পাশাপাশি ও তার স্বজনরা।

লিফট নষ্ট হওয়ার কথা স্বীকার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক সৈয়দ ডাঃ সৈয়দ রেজাউল ইসলাম জানান, বিষয়টি রোববার জেলা সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। মিটিংয়ে উপস্থিত ঝিনাইদহ গণপূর্ত বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী ফারুক হোসেনকে অবহিত করে দ্রুত লিফটি মেরামতের জন্য বলা হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক জানান, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালটি বহুতল বিশিষ্ট হওয়ায় লিফট খুবই জরুরী। প্রতিদিন রোগীসহ প্রায় ৮/৯’শ দর্শনার্থী লিফট ব্যবহার করেন। তাছাড়া তিন তলা ছাড়া লিফট ব্যাতিত উপরে যাওয়া কষ্টকর। বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহ গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীকে ফোন করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। অন্যদিকে উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী ফারুক হোসেন ফোন রিসিভ করেননি।

এ ব্যাপারে হাসপাতালের ঠিকাদার সাইফুল ইসলাম টিপু জানান, লিফট কেনার জন্য গনপুর্ত বিভাগের তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী কায়সার ইবনে শাইখ দুইবার ইটালি যান। তিনিই দেখে শুনে এই লিফট কিনে আনেন।

তাই লিফট নিয়ে প্রশ্ন উঠলে গনপূর্ত বিভাগ তার সমাধান করবেন।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ৮ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১৭ সালে টি.ই অ্যান্ড ইউসিসি জেভি নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নির্মাণকাজ শুরু করে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে ভবনটি হস্তান্তরের কথা ছিল। কিন্তু ঘুষ লেনদেন নিয়ে ঠিকাদারের সঙ্গে তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী কায়সার ইবনে শাইখের দ্বন্দ হলে ঠিকাদারের বিল আটকে দেন। এ নিয়ে বিরোধ চরমে ওঠে। দুদক বিষয়টি তদন্তে নামে। একপর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলী কায়সার বদলি হয়ে যান।

শৈলকুপায় বগুড়া ইউনিয়নের ফ্রি মেডিকেল সেবা প্রদান

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় উপজেলা বগুড়া ইউনিয়নে বিনামূল্যে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ২ হাজার মানুষের ব্লাড গ্রুপ নির্ণয়সহ স্বাস্থ্য সেবা প্রদাণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত উপজেলার বগুড়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনে দলিলপুর ব্লাড ডোনার ক্লাবের আয়োজনে এ স্বাস্থ্য সেবা প্রদাণ করা হয়।

সংগঠনটির ১ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দিনভর বগুড়া ইউনিয়নের স্বাস্থ্য সেবায় দিয়ে থাকে। এই সেবা দিতে অংশগ্রহণ করেন সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু বিশেষষ্ণ ডাক্তার লক্ষণ কুন্ডু সহ ১০ জন চিকিৎসক ও সেবিকারা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন- ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হাই এমপি, প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব হাসান জাহিদ তুষার, উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিম, ধলাহরাচন্দ্র ইউপি চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান ও বগুড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শিমুল এছাড়া অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

গ্রামবাসীর মুখে শোনা যায় এই প্রথম শফিকুল ইসলাম শিমুল চেয়ারম্যান এর উদ্যোগে এই সেবা পাচ্ছে এবং গ্রামের উন্নয় লক্ষ্য করছি। এত গ্রামবাসী খুব খুশি বলে আমাদেরকে জানান।

আলমডাঙ্গায় তিব্র শীতে ডায়রিয়াসহ নানা রোগে আক্রান্ত নারী-পুরুষ

নিম্ন তাপমাত্রার পাশাপাশি তিব্র শীতে সাধারণ মানুষ ব্যাপক দুর্ভোগে পড়েছে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সূর্যের দেখা মিলছে না।

শীত নিবারণের জন্য গরম পোশাকের সঙ্গে বেছে নিচ্ছে খড়কুটোর আগুন। এরই মধ্যে আলমডাঙ্গায় নারী-পুরুষের পাশাপাশি শিশুরা ডাইরিয়া, নিউমোনিয়া, সর্দি,কাশি, জ্বর ও শ্বাসকষ্টসহ শীত জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে।

ঘন কুয়াশার কারনে বৌরো আবাদের বীজ তলার চারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পান, আলু, গম সহ বিভিন্ন ফসল কুয়াশার কারণের পোকা-মাকড়ের আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নআয়ের মানুষ গরম পোশাক কিনতে ফুটপাতসহ বিভিন্ন দোকানে ভিড় জমাচ্ছে।

এদিকে তিব্র শীতের প্রভাবে আলমডাঙ্গার ৫০ শয্যা হারদি হাসপাতালে রোগের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। নারী-পুরুষ ডাইরিয়া রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। শিশুরা নিউমোনিয়া ও সর্দি জ্বরসহ শ্বাসকষ্ট রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। গত এক সপ্তাহে আলমডাঙ্গার ৫০ শয্যা হারদি হাসপাতালে নারী-পুরুষ ডাইরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১ শ জন ভর্তি হয়েছে। এ রোগে প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫ জন রোগী ভর্তি হচ্ছে। এছাড়াও সর্দি, জ্বর, নিউমোনিয়াসহ শ্বাসকষ্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে এক সপ্তাহে ৭০ জন শিশু ভর্তি হয়েছে। প্রতিদিন ৫/৭ জন শিশু শীত জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে হারদি হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে।

অন্য দিকে, আলমডাঙ্গায় মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে আগুন পোহানোর সময় তাহারন নেসা (৭০) নামে এক বৃদ্ধা দগ্ধ হয়েছেন। তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃদ্ধার শরীর ৬০-৭০ শতাংশ পুড়ে গেছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে রেফার্ড করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে আলমডাঙ্গা উপেজলার পুটিমারি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। দগ্ধ তাহারন নেসা চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার রোয়াকুলি গ্রামের মৃত ঝড়ু মিস্ত্রীর স্ত্রী।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মারভিন অনিক চৌধুরী বলেন, বৃদ্ধার শরীরের ৬০-৭০ শতাংশ পুড়ে গেছে। তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। একইসঙ্গে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে ঘন কুয়াশার কারণে বোরো ধানের বীজতলা ও আলুক্ষেত রক্ষায় বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। ধানের বীজতলা রক্ষায় সকালে চারার ওপর থেকে শিশির সরিয়ে দেওয়া, সম্ভব হলে চারা রাতের বেলা ঢেকে দেওয়া, বীজতলায় সেচ দিয়ে পরদিন সকালে পানি বের করে দেওয়া এবং বীজতলা লাল হলে জিপসাম ও ইউরিয়া সার দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আলুক্ষেতে আগামধসা ও নাবিধসা ছত্রাক যাতে না লাগে, সে জন্য ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে বলা হয়েছে। এ জন্য মাঠপর্যায়ে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন বলে জানিয়েছেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

হারদি ৫০ শয্যা হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. নাজনিন সুলতানা কণা বলেন, শীতের প্রকোপ বাড়ায় হাসপাতালে রোগীর চাপ বেড়েছে। বিভিন্ন সময় মেঝেতেই চিকিৎসা নিতে হচ্ছে অনেককে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় হিমশিম খেতে হচ্ছে চিকিৎসকরা।

১২ শয্যার ডায়রিয়া ওয়ার্ডে শনিবার পর্যন্ত ভর্তি আছেন ২৬ জন। এর মধ্যে ১২ জনই শিশু। এছাড়াও নারী-পুরুষ ৪৫ জন ভর্তি আছে।